পাক্ষিক

إن الدين عند الله الإسلام

মানব জাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্ম গ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) ভিন্ন কোন রসুল ও শেফায়াতকারী নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরব সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।

হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

আহ্‌মদী

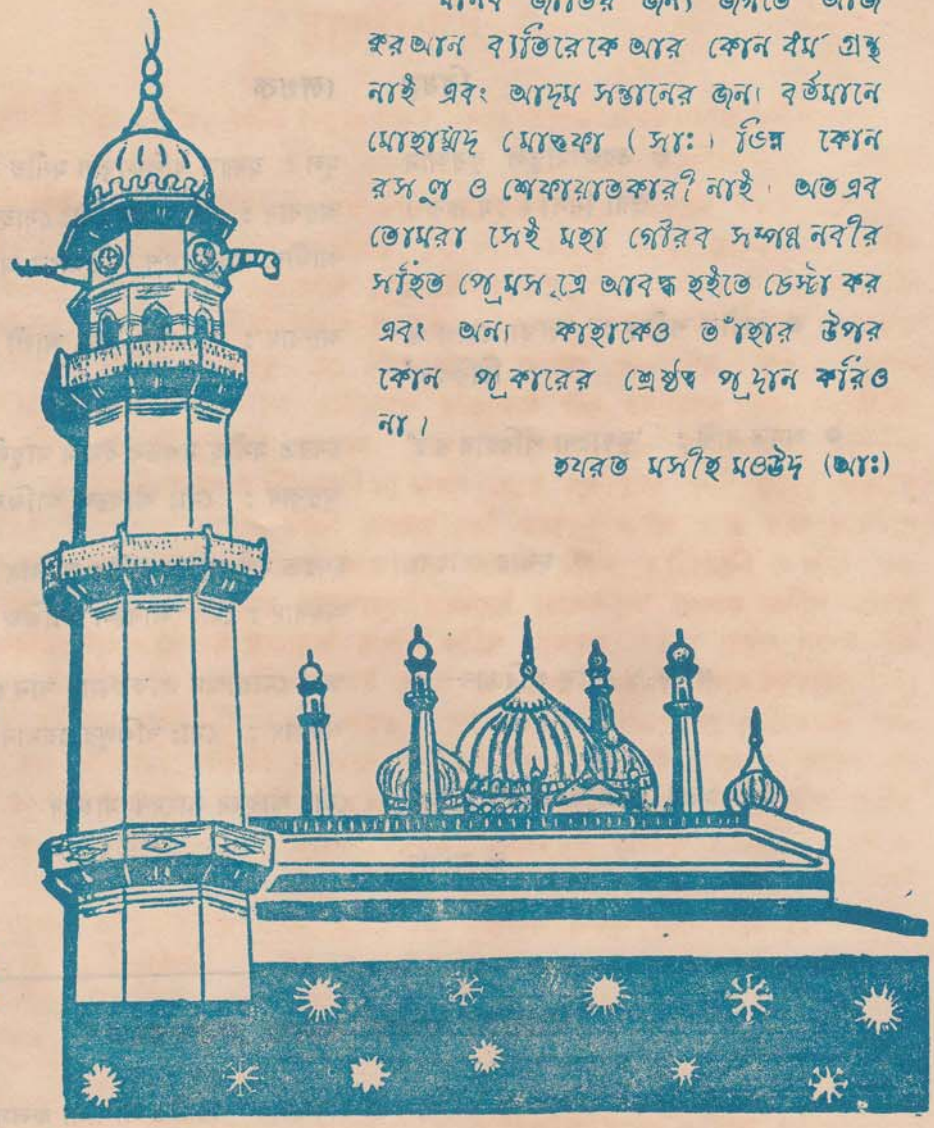

সম্পাদক ঃ এ. এইচ. মুহাম্মদ আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ৩৫ বর্ষ ॥ ১৮শ সংখ্যা

১৭ই মাঘ ১৩৮৮ বাংলা ॥ ৩১শে জানুয়ারী ১৯৮২ ইং ॥ ৫ই রবিউস সানি ১৪০২ হিঃ

বার্ষিক চাঁদা ॥ বাঙলাদেশ ও ভারত ১৫ 00 টাকা ॥ অন্যান্য দেশ ৩ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক
আহ্‌মদী

৩১শে জানুয়ারী ১৯৮২

৩৫শ বর্ষ
১৮শ সংখ্যা

বিষয়	লেখক	
* তরজামাতুল কুরআন সূরা নিসা (১ম রুকু)	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) অনুবাদ : মোহ্‌তারম মৌঃ মোহাম্মাদ, আমীর, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া	১
* হাদীস শরীফ : 'স্বাস্থ্য, রোগ ও চিকিৎসা'	অনুবাদ : এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার	৩
* অমৃত বাণী : 'কুধারণা পরিহার কর'	হযরত মসীহ মওউদ ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) অনুবাদ : মৌঃ আবদুল আজিজ সাদেক	৫
* জুমার খোৎবা	হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) অনুবাদ : মৌঃ আবদুল আজিজ সাদেক	৬
* ক্রুশ থেকে পরিত্রাণ—৩	স্যার মোহাম্মদ জাফরুল্লাহ খান চৌধুরী অনুবাদ : মোঃ খলিলুর রহমান	১০
* ৮৯তম কেন্দ্রীয় বার্ষিক জলসা	মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	১২
* সংবাদ		১৬

সালানা জলসা হইতে প্রত্যাগমন

২৬, ২৭ ও ২৮শে ডিসেম্বর ১৯৮১ ইং রাবওয়ায় অনুষ্ঠিত সালানা জলসায় যোগদানের পর মোহতারম আমীর সাহেব বাঃ আঃ আঃ, মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ, সদর মুরুব্বী, চৌধুরী আলী কাসেম খান সাহেব ও আলহাজ মোঃ আবদুস সালাম সাহেব বিগত ২৪শে জানুয়ারী '৮২ ইং বুধবার সন্ধ্যায় আল্লাহতায়ালার ফজলে করাচী হইতে বিমানযোগে মঙ্গলমত ঢাকা পৌঁছান। বিমান বন্দরে ঢাকা জামাতের আমীর সাহেব, সেক্রেটারী মাল বাঃ আঃ আঃ, সেক্রেটারী তালিফ ও তসনীফ এবং অনেক খোদ্দাম ও আনসার সাহেবান সাদর অভ্যর্থনা জানান। জাযাহুমুল্লাহুতায়ালা।

بسم الله الرحمن الرحيم   نحمده ونصلي على رسوله الكريم   وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্যায়ের ৩৫শ বর্ষ : ১৮শ সংখ্যা

১৭ই মাঘ, ১৩৮৮ বাংলা : ৩১শে জানুয়ারী ১৯৮২ ইং : ৩১শে সোলাহ্ ১৩৬১ হিঃ শামসী

সূরা নিসা

[মদীনায় অবতীর্ণ। ইহাতে বিসমিল্লাহ্ সহ ১৭৭ আয়াত ও ২৪ রুকুআছে]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর—১)

৪র্থ পারা **১ম রুকু**

১। আল্লাহ্‌র নাম লইয়া (আমি পাঠ করিতেছি) যিনি অসীমদাতা এবং বার বার রহমকারী।

২। হে মানবগণ! তোমরা তোমাদের রব্বের তাকওয়া অবলম্বন কর, যিনি তোমাদিগকে একই জান হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তাহা (-র নিজ জাতি) হইতে তাহার জোড়া সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং তাহাদের দুইজন হইতে বহু নর ও নারী (সৃষ্টি করিয়া পৃথিবীময়) বিস্তার করিয়াছেন, এবং (এইজন্যও) আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর যে, তাঁহার নামে তোমরা পরস্পরকে প্রশ্ন কর, এবং (বিশেষ করিয়া) আত্মীয়তার ব্যাপারে (তাকওয়া অবলম্বন কর), নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের উপর নিগাহবান।

৩। এবং তোমরা এতীমগণকে তাহাদের মাল দাও; এবং পবিত্র (মাল)-এর বিনিময়ে অপবিত্র (মাল) লইও না, এবং তাহাদের মালকে তোমাদের মালের সহিত মিলাইয়া খাইও না; নিশ্চয় ইহা মহা পাপ।

৪। এবং তোমরা যদি আশঙ্কা কর যে, তোমরা এতীমদের ব্যাপারে ন্যায় বিচার করিতে পারিবে না, তবে তোমরা (পরিস্থিতি অনুযায়ী যাহারা এতীম নহে এমন) নারীদের মধ্য হইতে তোমাদের পছন্দমত দুই, তিন বা চারজনকে বিবাহ কর, কিন্তু তোমরা যদি আশংকা কর যে, তোমরা ন্যায় বিচার করিতে পারিবে না, তাহা হইলে একজনকে অথবা তোমাদের অধিকারভুক্ত (দাসীগণ)-কে বিবাহ কর; ইহা নিকটবর্তী (ব্যবস্থা) যেন তোমরা কোন যুলুম না কর।

৫। এবং তোমরা স্ত্রীলোকদিগকে তাহাদের মোহর খুশীমনে দাও, অতঃপর যদি তাহারা নিজেদের মনের খুশীতে তোমাদিগকে কিছু অংশ প্রদান করে তবে (দ্বিধাহীনচিত্তে) তোমরা রুচি ও তৃপ্তি সহকারে উহা ভোগ কর।

৬। এবং নির্বোধদিগকে তোমাদের মাল দিও না যাহা আল্লাহ্ তোমাদের জন্য অবলম্বন স্বরূপ করিয়াছে, এবং উহা হইতে তাহাদিগকে খাওয়াও এবং পরাও এবং তাহাদিগকে ন্যায় সঙ্গত (ও মিঠা) কথা বল।

৭। এবং বিবাহ উপযোগী না হওয়া পর্যন্ত এতীমগণকে (সময় সময়) পরীক্ষা কর, অতঃপর যদি তোমরা তাহাদের মধ্যে বিচার-বুদ্ধি (-র লক্ষণ) দেখ, তাহা হইলে তাহাদিগকে তাহাদের মাল অর্পন কর, এবং এই (ভয়ের) জন্য যে তাহারা বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া যাইবে তোমরা অপব্যয় করিয়া উহা জলদি জলদি খাইয়া ফেলিও না ; এবং যে ব্যক্তি ধনী সে (উহার ব্যবহার হইতে) যেন সম্পূর্ণ রূপে নিবৃত্ত থাকে এবং যে ব্যক্তি অভাবী সে যেন ন্যায় সঙ্গত ভাবে উহা হইতে ভোগ করে ; অতঃপর তোমরা যখন তাহাদিগকে তাহাদের মাল অর্পন কর তখন তাহাদের মোকাবেলায় সাক্ষী রাখ ; এবং আল্লাহ্ হিসাব গ্রহণে (একাই) যথেষ্ট।

৮। পিতামাতা এবং নিকটবর্তী আত্মীয় স্বজন যে সম্পত্তি ছাড়িয়া যায়, উহাতে পুরুষদের জন্য অংশ আছে, এবং পিতামাতা ও নিকটবর্তী আত্মীয় স্বজন যে সম্পত্তি ছাড়িয়া যায়, উহাতে নারীদের জন্যও অংশ আছে, উহা (অর্থাৎ পরিত্যাক্ত সম্পত্তি) হইতে অল্প হউক বা বেশী ; (ইহা) এক নির্দিষ্ট অংশ যাহা আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত করা হইয়াছে।

৯। এবং পরিত্যাক্ত সম্পত্তি বন্টনের সময় অন্যান্য নিকটবর্তী আত্মীয়, এতীম এবং দরিদ্রগণ উপস্থিত হইলে তাহাদিগকেও উহা হইতে কিছু দাও এবং তাহাদিগকে মিঠা কথা বল।

১০। এবং যাহারা ভয় করে যে তাহাদের পিছনে দুর্বল সন্তান সন্ততি ছাড়িয়া গেলে তাহাদের কি হইবে, তাহারা যেন (অন্যান্য) এতীমদের সম্বন্ধেও ভয় করে ; এবং তাহারা যেন সকল কাজ আল্লাহ্‌কে ভয় করিয়া করে এবং সরল সঠিক কথা বলে!

১১। নিশ্চয় যাহারা এতীমদের মাল যুলুম করিয়া খায় তাহারা তাহাদের পেটে কেবল আগুন খায়, তাহারা অচিরেই লেলিহান শিখা বিশিষ্ট আগুনে প্রবেশ করিবে।

(ক্রমশঃ)

["তফসীরে সগীর" হইতে পবিত্র কুরআনের তরজমার বঙ্গানুবাদ]

"যত শীঘ্র সম্ভব তোমাদের পরস্পরের বিবাদ মীমাংসা করিয়া ফেল এবং নিজ ভ্রাতাকে ক্ষমা কর। কারণ যে ব্যক্তি আপন ভ্রাতার সহিত বিবাদ মীমাংসা করিতে প্রস্তুত নহে, সে নিশ্চয় অসাধু। সে সমাজে বিভেদ সৃষ্টি করে। সুতরাং সে সম্বন্ধচ্যুত হইয়া যাইবে।"

[আমাদের শিক্ষা পৃঃ-২৭]

—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

হাদিস শরীফ

স্বাস্থ্য, রোগ ও চিকিৎসা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

৩৪৩। হযরত আল্‌কামাহ্‌ তাঁহার পিতা হইতে বর্ণনা করিতেছেন যে, তাঁহার সম্মুখে সুওয়াইদ বিন তারেক আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকট মদ্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে আঁ-হযরত (সাঃ) উহার ব্যবহার নিষেধ ফরমাইলেন। সুওয়াউদ বলিল যে, তাহারা ঔষধরূপে ইহা ব্যবহার করে। আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইলেন : ঔষধ নয় ইহা ত ব্যাধি!

৩৪৪। হযরত উসমা বিন সুরাইক রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকট এক গ্রাম্য ব্যক্তি আসিল এবং জিজ্ঞাসা করিল : হে রসুলুল্লাহ আমি কি আমার চিকিৎসা করিতে করাইতে পারি? হুজুর (সাঃ) ফরমাইলেন : "রোগের চিকিৎসা অবশ্যই করিবে, করাইবে। কারন আল্লাহ্‌তায়ালা প্রত্যেক রোগের জন্য আরোগ্য ('শিফা') রাখিয়াছেন। কেহ উহার চিকিৎসা জানে এবং কেহ জানে না।"

["মুসনদ আহমদ, 'রাদিস : উসামা বিন শারাইক, ৪:২৭৮ পৃঃ]

রোগীর পরিচর্যা ও রোগী দেখা

৩৪৫। হযরত বারা'বিন আযেব রাযিয়াল্লাহুতায়ালা আনহুমা বলেন : আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আমাদিগকে হুকুম দিয়াছেন যে, আমরা যেন অসুস্থ ব্যক্তিগণকে যাইয়া দেখা শোনা করি, জানাযার সঙ্গে যাই, কেহ হাঁচিলে, হাঁচির উত্তর দেই কেহ কসম করিলে তাহার কসম পুরা করি ও সাহায্য করি, নিপীড়িত নিগৃহিত 'মজলুমের' সাহায্য করি এবং নিমন্ত্রণকারীর 'দাওয়াত' কবুল করি এবং 'সালাম' প্রবর্তন কারি।

[বুখারী, কিতাবুল আদব, ২:৯১৯,২:৮৪২ পৃঃ]

৩৪৬। হযরত আবু হুরাইরাহ রাযিয়াল্লাহুতায়ালা আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন : "যে ব্যক্তি অসুস্থ ব্যক্তিকে গিয়া দেখে, আল্লাহতায়ালার সন্তুষ্টি লাভের জন্য কোন ভ্রাতার নিকট গিয়া সাক্ষাৎ করে, আল্লাহতায়ালার ঘোষণাকারী ঘোষণা করেন : তুমি সন্তুষ্ট থাক, তোমার যাওয়া মুবারক (কল্যাণময়) হউক, জান্নাতে তোমার স্থান হউক।"

'তিরমিজি, বাবু মা জা'-আ কি যিয়ারাতুল ইখওয়ান, ২:২১ পৃঃ

৩৪৭। হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহুতায়ালা আনহা বলেন: আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যখন তাঁহার কোন অসুস্থ আত্মীয়কে দেখিতে যাইতেন, তখন এই দোয়া করিতেন: "আল্লাহুম্মা রব্বিন্নাস আযহিবিল বা'স, আন্তাশশাফি, লা শিয়ায়া ইল্লা শিফাউকা; ইশফেহু শিফায়ান কামেলান আজেলান লাইউগাদেরু সাকামান।"

'আল্লাহ আমার, মানুষের স্রষ্টা ও পালন কর্তা! ইহার রোগ দূর কর। আরোগ্য দাও। কারণ তুমি আরোগ্য দাতা (আস শাফী)। তোমার আরোগ্য দান ছাড়া কোন কিছুই আরোগ্য দিতে পারে না। তুমি এইরূপ আরোগ্য দাও যাহা রোগের কিছুই না ছাড়ে।"

'মুসলিম, বাবু ইস্তেজাবু রুকিয়াতিল মরিয, ১-২:১৫ পৃঃ বুখারী, ২:৮৪৭ পৃঃ

৩৪৮। হযরত আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন: "এক ইহুদী বালক আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খাদেম (সেবক) ছিল। সে অসুস্থ হইল। আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাহাকে দেখিতে (আরবীতে রোগীকে যাইয়া দেখা-শুনা করাকে 'ইয়াদত' বলে—অনুবাদক) গেলেন! তাহার মাথার পাশে বসিয়া অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলেন এবং ইসলাম গ্রহণের জন্য উপদেশ করিলেন। বালক তাহার পিতার দিকে চাহিল পিতা পার্শ্বেই বসা ছিল। তাহার পিতা বলিল: তাঁহার কথা মান। বালক ইসলাম কবুল করিল। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আনন্দিত হইয়া সেখান হইতে এই বলিতে বলিতে প্রত্যাগমন করিলেন: সব প্রশংসা আল্লাহর, সেই মহামহিমান্বিত আল্লাহ জাল্লাহ শানুহুর, যিনি এই যুবককে দোযখের আগুন হইতে রক্ষা করিয়াছেন।'

[বুখারী, কিতাবুল জানায়েয, ১:১৮১ পৃঃ]

('হাদিকাতুস সালেহীন' গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত ও অনুদিত)

—**এ এইচ. এম, আলী আনওয়ার**

অমৃত বাণী

(৫-এর পাতার পর)

জিজ্ঞাসা করিল যে, তুমি আমার অন্তরের কথা কিরূপে পড়িয়া লইলে? ব্যাপার কি? তখন সেই যুবকটি জানাইল, এই বোতলে এই নদীরই পানি রহিয়াছে, ইহাতে মদ নহে, আর এই মহিলাটি হইতেছেন আমার মা, আমি তাঁহার একমাত্র পুত্র সন্তান। তাঁহার দেহের গঠন মজবুত আছে বলিয়া যুবতী মনে হইতেছেন। আমি খোদা কর্তৃক আদিষ্ট হইয়াছিলাম যেন আমি এইরূপই করি, যেন তুমি শিক্ষা লাভ কর।'

পুনরায় হুজুর বলিয়াছেন:

'খিযরের কিসসা ও এই কারণেই মনে হয় ঘটিয়াছিল। ঝটপট কুধারণা করা ভাল নয় মানবীয় আচরণ একটি অতি সূক্ষ্ম ও নাযুক বিষয়; ইহা বহু জাতিকে বিনাশ করিয়া দিয়াছে, কেননা তাহারা নবীগণ ও তাহাদের পরিবার বর্গের উপর কুধারণা করিয়াছিল।'

(আলবদর ১ম খণ্ড ৫৪ পৃঃ ১২ই ডিসেম্বর ১৯০২)

অনুবাদ: **মোঃ আবদুল আজিজ সাদেক**

হযরত ইমাম
মাহ্‌দী (আঃ)-এর

অমৃত বানী

কুধারণা পরিহার কর

যে ব্যক্তি ঈমান আনে, তাহাকে কুধারণার কোন্দল হইতে বাহির হইয়া অন্তর্দৃষ্টি এবং এবং দৃঢ়বিশ্বাসের উচ্চ শিখরে আরোহণ করা উচিত। খুব স্মরণ রাখিও যে, ধারণা কোন উপকারজনক বস্তু হইতে পারে না। আল্লাহ্‌তায়ালা বলিতেছেন, ان الظن لا يغنى من الحق شيئا (‘নিশ্চয় ধারণা সত্য জ্ঞানের মোকাবেলায় কোন কাজে আসিতে পারে না—অনুবাদক) দৃঢ়বিশ্বাসই এমন জিনিস, যাহা মানুষকে সুফলমনোরথ করিতে পারে। দৃঢ়বিশ্বাস ব্যতিরেকে কিছুই হইতে পারে না। মানুষ যদি প্রত্যেক কথায় কুধারণা করিতে আরম্ভ করে, তাহা হইলে হয় তো সে এক মুহূর্তও দুনিয়াতে কালাতিপাত করিতে পারিবে না। সে পানিও পান করিতে পারিবে না এই ধারণায় যে, হয় তো উহাতে বিষ মিলানো আছে। বাজারের কোন জিনিস খাইতে পারিবে না এই ধারণায় যে, হয় তো উহাতে প্রাণনাশক বস্তু লুক্কায়িত থাকিতে পারে; এরপর সে কিরূপে জীবন যাত্রা করিতে পারিবে? ইহা একটি মোটা উদাহরণ। ঠিক এইরূপেই আধ্যাত্মিক বিষয়াবলীর অবস্থা।.....কুধারণা মানুষের আমলকে বিনাশ করিয়া দেয়। এই নিয়মটি আদৌ শুভ ও মোবারক হইতে পারে না যে একদিকে ঈমানও হইবে এবং অন্যান্য কোণায় কুধারণাসমূহও অন্তর্নিহিত থাকিবে। অন্যদের অভ্যন্তরে আমরা দখল দিতে পারি না; এই প্রকারের দখল দেওয়া গোনাহর অন্তর্গত। কোন সময় এমন হয় যে, ইন্‌সান অন্য ব্যক্তিকে মন্দ বলিয়া ধারণা করিয়া বসে, পরে সে নিজে তাহা অপেক্ষা ঘৃণ্যতর হইয়া যায়। তাযকেরাতুল আওলিয়াতে আসিয়াছে যে, এক খোদাভক্ত বুযুর্গ ছিলেন; তিনি একবার অঙ্গীকার করিলেন যে, আমি নিজেকে কোন ব্যক্তি হইতে অধিক উত্তম মনে করিব না। একদিন তিনি নদীর কিনারে পৌঁছিলেন, দেখিতে পাইলেন যে, এক ব্যক্তি এক যুবতী মহিলার সঙ্গে কিনারায় বসিয়া রুটি খাইতেছে। পার্শ্বেই একটি বোতল রাখা আছে, যাহা হইতে সে গ্লাস ভরিয়া ভরিয়া পান করিতেছে। দূর হইতে তাহাদিগকে দেখিয়া সে বলিতে লাগিল, আমি অবশ্য এই অঙ্গীকার করিয়াছি যে, নিজেকে অন্য কাহারও অপেক্ষা উত্তম মনে করিব না; কিন্তু এই দুইজন অপেক্ষা তো আমি অবশ্যই ভাল। ইতিমধ্যে প্রবল বায়ু বহিতে লাগিল এবং নদীতে ঝড়ের সৃষ্টি হইল। একটি নৌকা আসিতেছিল; উহা (তাহাদের সম্মুখে) ডুবিয়া গেল। যে ব্যক্তি মহিলার সঙ্গে বসিয়া রুটি খাইতেছিল, সে তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল এবং ডুব দিয়া ছয়জনকে উদ্ধার করিয়া নিয়া আসিল এবং তাহাদের জীবন রক্ষা হইল। অতঃপর সে ঐ বুযুর্গকে সম্বোধন করিয়া বলিল, তুমি নিজেকে আমার চাইতে উত্তম মনে কর; আমি ছয়জনের জীবন রক্ষা করিলাম, আর একজন বাকি আছে, তাহাকে তুমি উদ্ধার করিয়া লইয়া আস। এই কথা শুনিয়া সে অবাক হইয়া গেল এবং সে তাহাকে

(৪-এর পাতায় দেখুন)

জুমার খোৎবা

সৈয়্যেদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)

(২৭শে ডিসেম্বর ১৯৮১ইং সনে মহিলাদের জলসা রাবওয়ায় প্রদত্ত ভাষণ)

প্রত্যেক জিনিসকে ভুলিয়া গিয়া নিজেদের দীনকে জয়যুক্ত করার অভিযানে আত্মনিয়োগ কর। মহিলাগণকে পুরুষের পার্শ্বদেশে থাকিয়া এই মহান সাধনায় অংশ নিতে হইবে।

স্মরণ রাখিবেন, তরবারির ধার এত তীক্ষ্ণ নহে যত তীক্ষ্ণ মহব্বতের ধার, ইহা আলস্য বর্জন করার যুগ। পুরুষ একা এই মহান কাজ সম্পন্ন করিতে পারেনা।

হযরত আমীরুল মোমেনীন খলিফাতুল সালেস (আইঃ) ২৭ই ডিসেম্বর ১৯৮১ সনে মহিলাদের জলসায় কৃতী ছাত্রীদিগকে মেডেল সমূহ বিতরণ করিবার ও সুরাহ ফাতেহা এবং তাশাহহুদ ও তায়ায়ুয পাঠ করার পর বলিয়াছেন :

এই বৎসর, যাহা গত হইয়াছে, অনেক দিক দিয়া বড় গুরুত্বপূর্ণ বৎসর ছিল, এই জন্য যে আমরা ইহাতে আল্লাহ্‌তায়ালার বিশেষ ফযলের বহু নিদর্শন দেখিয়াছি, তন্মধ্যে তিনটি ছিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য, অর্থাৎ স্পেনদেশে আলিশান মসজিদ সুসম্পন্ন হওয়া, যাহার ভিত্তি-প্রস্তর গত বৎসর স্থাপান করা হইয়াছিল, ইহা ছাড়া গত বৎসর জাপানে অত্যন্ত সুন্দর জায়গায় একটি চমৎকার বাড়ী মিশন হাউসের জন্য ক্রয় করা হইয়াছে। ঐ বৎসর আমেরিকা ও কানাডায়ও আল্লাহ্‌তায়ালার বিশেষ ফযলে বাহিক দিয়া অনেক মযবুত ভিত্তিসমূহ স্থাপন করা হইয়াছে ; এবং আধ্যাত্মিক দিক দিয়া কুরআন করীমের বহু অনুবাদও তফসীর বিভিন্ন স্থানে প্রকাশ করা হইয়াছে ; আরও তিনটি ভাষায় কুরআনের অনুবাদ তফসীর সহ প্রকাশ করার গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে। এইরূপে আরও অনেক অনেক ঘটনা ঘটিয়াছে। অতঃপর আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদের দ্বারা আর একটি কোরবানী গ্রহণ করিয়াছেন মনসুরা বেগমের মৃত্যুর মাধ্যমে। তাঁহার সম্পর্ক কেবল আমার সঙ্গেই ছিল না বরং সমস্ত জমাআতের সঙ্গে ছিল। আমি (জমাআতে আহমদীয়ার নেতৃত্বে) পৃথিবীর সাতবার পরিদর্শন সফর করিয়াছি, ঐ সকল সফরে তিনি আমার সঙ্গে ছিলেন। এবং ধর্মীয় ও জামাআতী দায়িত্ব সমূহের যে বোঝা আমার উপর আসিয়া পড়িয়াছিল উহা তিনি আমার সঙ্গে পরম বীরত্ব ও সাহস এবং প্রফুল্লচিত্তে সুন্দরভাবে বহণ করিয়ছেন। গত বৎসর যখন আমরা তিনটি মহাদেশের সফরে রওয়ানা হইলাম, আমরা প্রায় পঞ্চাশ ষাট হাজার মাইল সফর করিলাম। কোন কোন সময় অবশ্য বড় অস্বস্তি বোধ হইত। আমরা যখন লণ্ডন হইতে কানাডা গেলাম, তখন ত্রিশ ঘণ্টার পর টোরেন্টো যাইয়া বিছানায় শুইলাম। আল্লাহ্‌তায়ালার খাতিরে তাঁহার অবদান আমার উপর এত ছিল যে তিনি আমার প্রতি এমনভাবে লক্ষ

রাখিতেন যাহাতে আমার দুইটি মিনিটও বৃথা নষ্ট না হয়, বরং দীনি কাজে ব্যয় হয়। একবার ঘানা (পশ্চিম আফ্রিকা)-য় এক মফস্বলে প্রায় চব্বিশ পঁচিশ হাজার পুরুষ ও মহিলা সমবেত হইল। মহিলাগণের সংখ্যা কিছু বেশী ছিল; সকল মহিলাদের সঙ্গে মনসুরা বেগম করমর্দন করিলেন, কথাবার্তা বলিলেন, হাল অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলেন, পরামর্শ দিলেন, মহিলাগণ তাঁহাকে দোওয়ার আবেদন জানাইলেন! ঐদেশের লোক আহমদীয়তকে খুব ভাল বাসে। তাহারা ঘেরাও করিয়া লয়। গত বৎসর এক জায়গায় করমর্দন করার প্রোগ্রাম ছিল না, কিন্তু মহিলাগণ ঘেরাও করিয়া লইল এবং মনসুরা বেগম সকলের সঙ্গে করমর্দন করিল। তিনি দিনকে দিন বলিয়া এবং রাত্রিকে রাত্রি বলিয়া দেখেন নাই। তিনি আমার সময়ের প্রতি লক্ষ রাখিতেন, আমার স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ রাখিতেন, এবং এত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার হিফাযতের প্রতি লক্ষ্য রাখিতেন যে আপনারা উহার কল্পনা করিতে পারিবেন না। আপনারা দোয়া করুন যেন আল্লাহ্‌তায়ালা মনসুরা বেগমকে ইহার পুরস্কার দান করেন; কারণ আপনাদেরও তাঁহার সংগে সম্পর্ক ছিল, কাহারও প্রত্যক্ষভাবে, কাহারও পরোক্ষভাবে। আমরা যেখানে আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট আশা রাখি যে তিনি আমাদের সঙ্গে রহমতের ব্যবহার করিবেন সেখানে আপনাদের নিকটও এই আশা রাখি যে আপনারা দোয়ার মাধ্যমে আমাদের বোঝাকে হাল্কা করিবেন। এবং দোয়া দ্বারা আমাদের সাহায্য করিবেন।

হুজুর বলিয়াছেন, মনসুরা বেগমের মৃত্যুর পর আমাকে অনেক চিন্তা করিতে হইয়াছে; মনসুরা বেগমের মেযাজের প্রতি লক্ষ রাখিয়া, নিজের দায়িত্ব সমূহর প্রতি লক্ষ রাখিয়া, এবং আমাদের দীনের বিজয় অভিমানের অবস্থার প্রতি লক্ষ রাখিয়া চিন্তা করিলে পর একটি কথা পরিস্কার ভাবে আমার সম্মুখে উদ্ভাসিত হইল যে, যখন আল্লাহ্‌তায়ালা নবী করীম (সাঃ)-কে নবুয়তের উচ্চ শিখরে খাড়া কনিলেন এবং তাঁহাকে সকল মানবজাতির জন্য রাহমাতুল্‌লিল আলামীন বানাইয়া আবির্ভূত করিলেন তখন যেহেতু এত বড় কাজ সুসম্পন্ন করা একজন মানুষের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না এই জন্য আল্লাহ্‌তায়ালা এমন ব্যবস্থা করিয়াছেন যাহাতে পুরুষ ও মহিলাদের এমনভাবে সমবায়ী তালীম ও তরবীয়ত হয় যাহার ফলে ইসলাম প্রচারের কাজে মহিলাগণ পুরুষদের সহিত সহযোগিতা এবং তাহাদের সাহায্য করিতে পারে; এইজন্যই যখন আমরা নবী করীম (সাঃ)-এর যুগের প্রতি তাকাই, তখন আমরা পুরুষদের পার্শ্বে মহিলাদিগকেও দণ্ডায়মান দেখিতে পাই; কখনও তাহারা স্ত্রী হইয়া, কখনও তাহারা মা হইয়া, কখনও তাহারা কন্যা হইয়া, কখনও বা তাহারা বোন হইয়া নিজেদের দায়িত্ব পালন করিতেছে। এই প্রসঙ্গে হুজুর হযরত খওলার (রাঃ) র একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন যে কিরূপে তিনি এক শত্রুদলের উপর, যাহারা তাঁহার ভাইকে বন্দী করিয়া লইয়া যাইতেছিল আক্রমণ করিলেন এবং তিনি নিজের পুরুষ সঙ্গীদের মধ্যে সবার আগে যাইয়া শত্রুর উপর আঘাত হানিলেন এবং নিজের ভাইকে মুক্ত করিয়া লইলেন।

হুজুর বলিয়াছেন আজ আমি আমার এই বক্তৃতার পর হইতে প্রতিটি মহিলাকে তাহার দায়িত্ব স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে এখন আমাদের সম্মুখে যে মহৎকাজ রহিয়াছে ইহার

পরিপ্রেক্ষিতে তাহাকে প্রত্যেকটি বস্তু ভুলিয়া যাইয়া কেবল নিজের দীনকে জয়যুক্ত করার জন্য আত্মনিয়োগ করা উচিত। হুজুর উচ্চ কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন; প্রত্যেক বস্তুকে ভুলিয়া যাও, কেবল নিজ দীন ইসলামকে জয়যুক্ত করার অভিযানের উদ্দেশ্যে নিজেদের জীবন ওক্‌ফ (বিসর্জন) কর। আমাদের জমাআতী জীবনের দ্বিতীয় শতাব্দী আট/নয় বৎসর পর আরম্ভ হইতে চলিয়াছে। সেই সময়ের বহুল গুরুত্ব রহিয়াছে; তখন পুরুষদের পার্শ্বদেশে থাকিয়া মহিলাদিগকে এই মহৎ সাধনায় অংশ নিতে হইবে, যেন তাহারা জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে পূর্ণতা ও কামাল অর্জন করিতে পারে।

হুজুর সাহাবা (রাঃ)-এর একটি ঘটনা বর্ণনা করিলেন। তাহাদের মহিলাদিগকে এমন ভাবে তরবীয়ত দেওয়া হইয়াছিল যে এক যুদ্ধের সময় মুসলমানদের সংখ্যা প্রায় চল্লিশ সহস্র ছিল এবং তাহাদের মুকাবেলায় শত্রুর সংখ্যা ছিল তিন লক্ষাধিক। মুসলমান সেনাপতি মুসলমান মহিলাগণকে বলিলেন, যদি শত্রু অধিক চাপ সৃষ্টি করে এবং মুসলমান সংখ্যায় অল্প হওয়ার কারণে পিছনে সরিয়া পড়ে এবং সারিতে সারিতে তোমাদের তাঁবু পর্যন্ত চলিয়া আসে, তখন তোমরা তোমাদের তাঁবুর খুঁটিগুলি উপড়াইয়া তোমাদের স্বামী, ভাই, পিতা ও পুত্রদিগকে মারিবে যে, তোমরা নির্লজ্জ হইয়া আত্মমর্যাদা এতই হারাইয়া ফেলিয়াছে যে শত্রুর মুকাবেলা হইতে পলায়ন করিতেছ। ইতিহাস বর্ণনা করিতেছে যে এইরূপই ঘটিয়া ছিল; মুসলমান মহিলারা যখন তাহাদের পুরুষদিগকে আত্মমর্যাদা স্মরণ করাইয়াদিল তখন তাহারা পূর্ণ উদ্যম ও তীব্রতার সহিত পাল্টা আক্রমণ করিল যে চল্লিশ হাজারের লস্কর তিন লক্ষের সৈন্য দলকে পরাস্ত করিয়া ফেলিল। হুজুর অন্য এক যুদ্ধের সময় একজন তরবীয়ত প্রাপ্ত ও ঈমানের বল-শক্তির অধিকারিনী মহিলার ঘটনা উল্লেখ করিয়াছেন সে রণক্ষেত্র হইতে আগত এক খবর শুনিয়া সে অস্থির ও ব্যাকুল হইয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়া পড়িল। সংবাদ বহণকারী তাহাকে জানাইল যে, তোমার অমুক অমুক আত্মীয় মারা গিয়াছে কিন্তু সে তাহার সংবাদকে শুনা না শুনার মত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, নবী করীম (সাঃ) এর কেমন অবস্থা? যখন তাহাকে জানানো হইল যে, নবী করীম (সাঃ) কুশলে আছেন তখন সে বলিল, তাহা হইল অন্য কাহারও মৃত্যুর কোন পরোয়া নাই।

হুজুর মহিলাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন, ইহা আলস্য বর্জন করার যুগ। আপনারা নিজেদের সন্তান-সন্ততি ও পুরুষদের সহিত এই মহৎ সাধনায় শামিল হইয়া আল্লাহ্‌তায়ালার এমন অশেষ নেয়ামতের অধিকারিনী হইবেন যে আপনাদের ভাবী সন্তান-সন্ততি ও বংশধরগণ ইহাতে সন্তুষ্ট হইবে এবং গৌরব বোধ করিবে; আপনাদের জন্য দোয়া করিবে। হুজুর বলিয়াছেন, প্রত্যেক বস্তুকে আপনারা ভুলিয়া যান, এবং শুধু একটি কথা স্মরণ রাখুন যে, আমরা নিজেদের দীন দীনে-ইসলামকে সকল দীনের উপর জয়যুক্ত করিব। আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদের উপর যে দায়িত্ব সমূহ ন্যাস্ত করিয়াছেন তাহা পালন করার ব্যাপারে আমরা অবশ্যই পূর্ণরূপে সাহায্য করিব। পুরুষ এই মহৎ কাজ একা সম্পন্ন করিতে পারে না, তাহাকে

স্ত্রী, মা, বোন এবং সন্তানদেরও সাহায্যের প্রয়োজন রহিয়াছে ; কেননা তাহাকে আল্লাহ্‌তায়ালার শত্রুর সঙ্গে এবং আল্লাহ্‌তায়ালার দীন হইতে বিদ্রোহকারীর সঙ্গে মুকাবেলা করিতে হইবে।

হুজুর বলিয়াছেন, স্মরণ রাখিবেন যে তরবারির ধার এত তীক্ষ্ণ নহে যত তীক্ষ্ণ মহব্বতের ধার। ইসলাম মানুষকে কাটার জন্য আসে নাই বরং মৃত মানুষকে জিন্দা করার জন্য আসিয়াছে ; অতএব মোহাম্মদ (সাঃ) এর ডাকে সাড়া দাও, কারণ তিনি তোমাদিগকে জিন্দা করার জন্য আসিয়াছেন। যে মহব্বত ও পেয়ার দ্বারা ইসলাম পূর্বে মানুষের অন্তর জয় করিয়াছিল, সেই মহব্বত ও পেয়ার দ্বারা ইহা এখনও জয় করিবে। হুজুর বলিয়াছেন, আমরা ইল্‌ম ও জ্ঞানের ময়দানে, সেবা-শুশ্রূষার ময়দানে প্রত্যেক অপর ব্যক্তিকে পিছনে ছাড়িয়া যাইব ; ক্ষুধার্তকে খাবার দিয়া, আপন ও অপরকে ইল্‌ম ও জ্ঞানের অলংকারে অলংকৃত শ্রেষ্ঠ উম্মতে উন্নীত হইব।

হুজুর বলিয়াছেন, এই সকল তত্ত্বকে আপনারা বুঝুন, এবং নিজেদের দায়িত্ব সমূহকে উপলব্ধি করুন। আল্লাহ্‌তায়ালা আপনাদিগকে বুঝ দান করুন, বুদ্ধি দান করুন এবং যে সকল নেয়ামত দেওয়ার আল্লাহ্‌তায়ালা আপনাদের সঙ্গে ওয়াদা করিয়াছেন তাহা লাভ করার আপনাদিগকে তৌফিক দান করুন। মানব জাতি যেন সুখ শান্তি ও স্বচ্ছলতা এবং আল্লাহ্‌তায়ালার সঙ্গে মহব্বতের জীবন যাপন করিতে আরম্ভ করে। আপনারা আল্লাহ্‌তায়ালার ইশক ও মহব্বতে মত্ত থাকুন এবং মোহাম্মদ (সাঃ) এর মধ্যে যে নূর ও সৌন্দর্য আছে লাভ করুন ; আপনারা যেন পরম বিনয়ের সহিত নবী করীম (সাঃ) এর পদাংক অনুসরনে জীবন যাপন করেন এবং সকল বিশ্ব আপনাদের সঙ্গে যেন পেয়ার ও মহব্বত করে।

অতঃপর হুজুর দোয়া করাইলেন এবং 'আস-সালামু আলাইকুম রহমজুল্লাহে ওয়া বরকাতুহু' বলিয়া তশরীফ লইয়া গেলেন। ('আল-ফজল' ৩০শে ডিসেম্বর '৮১ ইং)

অনুবাদ : **মোঃ আবদুল আজিজ সাদেক** সদর মুরুব্বী

ক্রুশ থেকে পরিত্রাণ

(১১-এর পাতার পর)

ইস্রায়েল জাতির মধ্যে ক্রমাগত ভাবে অনেক নবী আবির্ভূত হয়েছেন, কিন্তু এই জাতির লোকেরা নিজেদেক অত্যন্ত কঠোরচিত্ত তথা অনমনীয় প্রকৃতির লোক হিসেবে পরিচয় দিয়েছে, সমাগত নবীগনের প্রতি তাহাদের অবাধ্যতা ও অত্যাচার নীতির কারণে তারা বারবারর তাদের উপর খোদাতায়ালার অভিশাপকেই ডেকে নিয়ে এনেছে। তাদের কোন কোন প্রধান অপরাধের কথা পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলির মধ্যে রয়েছে—খোদাতায়ালার সঙ্গে তাদের প্রতিশ্রুতি লঙ্ঘন, 'সাবাত' (পবিত্র দিবসের) অবমাননা, খোদার নিদর্শনলীর প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন, হযরত মরিয়মের প্রতি অত্যন্ত বেদনাদায়ক অপবাদ প্রক্ষেপন, সুদ গ্রহণ, অন্যায়ভাবে অপরের ধন-সম্পত্তি গ্রাস করা ইত্যাদি। (সুরা নেসা : ১৫৫-৫৬) [ক্রমশঃ]

অনুবাদ : **মোঃ খলিলুর রহমান**

ক্রুশ থেকে পরিত্রাণ

স্যার মোহাম্মদ জাফরুল্লাহ খান চৌধুরী প্রণীত

'Deliverance From the Cross' পুস্তকের ধারাবাহিক অনুবাদ :

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

উপরের বর্ণনা থেকে একথা সুস্পষ্ট যে, যীশুর জন্ম সম্বন্ধে বাইবেল এবং কুরআন করীম যীশুর জন্মের পবিত্রতা সম্বন্ধে দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করেছে এবং বলেছে যে তার জন্মের পবিত্র এই নিষ্কলঙ্ক ঘটনাটি পরম করুণাময় খোদাতায়ালার কৃপা ও অনুগ্রহের ফলশ্রুতি রূপে সংঘটিত। আরো লক্ষণীয় যে, কোন কোন বিষয়ের বিস্তারিত বর্ণনাতেও বাইবেল ও কুরআন করীমের ভাষ্যের মধ্যে যথেষ্ট সামঞ্জস্য বিদ্যমান। যেমন উপরে বর্ণিত বাইবেলের ভাষ্যে ফেরেস্তার আগমন এবং মরিয়মের প্রতি সম্বোধন এভাবে চিত্রিত হয়েছে : 'স্বাগতম, তুমি অত্যন্ত সমাদৃত, প্রভু তোমার সঙ্গে আছেন, নারীদের মধ্যে তুমি ধন্য।' পবিত্র কুরআন একথার বর্ণনা দিয়েছে এভাবে : "আল্লাহ তোমাকে সম্মানিত করেছেন, পবিত্রতার অধিকারী করেছেন এবং সমকালীন নারীদের মধ্যে তোমাকে মনোনীত করেছেন।" সন্তান লাভের সুসংবাদের প্রেক্ষিতে মরিয়মের প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে বাইবেলের ভাষ্য (মরিয়মের উক্তি) হলো : "এটা কিভাবে সম্ভব! কারণ আমি তো কোন মানুষকে জানিনা।" একই বিষয়ে পবিত্র কুরআনে মরিয়মের ভাষ্য হলো : "এটা কি করে সম্ভব যে আমার পুত্র-সন্তান হবে, অথচ কোন পুরুষ আমাকে স্পর্শ করে নাই এবং আমি সতীত্বহীনাও নই?" অনুরূপভাবে বাইবেলে মরিয়মের উক্ত কথার জবাবে ফেরেস্তার জবাব এভাবে উদ্ধৃত হয়েছে : 'খোদার কাছে কোন কিছুই অসম্ভব নয়' (লুক, ১:৩৭)। পবিত্র কুরআনের ভাষ্য হলো : "এরূপই হবে। কারণ তোমার রব বলেছেন : 'আমার জন্য এটা খুবই সহজ। আল্লাহ্‌র শক্তি এইরূপই—তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন।"

বাইবেল স্বীকার করেছে যে ভবিষ্যদ্বাণীতে উল্লিখিত শিশুটি তার পিতৃ-পুরুষ দাউদের সিংহাসন লাভ করবে এবং ইস্রায়েলী বংশের উপর চিরকাল রাজত্ব করবে। পবিত্র কুরআন ঘোষণা করেছে যে. আল্লাহ্ তাঁকে কেতাব ও হিকমত (জ্ঞান) শিক্ষা দিবেন, তৌরাত ও ইঞ্জিল শিক্ষা দিবেন এবং তিনি হবেন ইস্রায়েল বংশের জন্য প্রত্যাদিষ্ট নবী। অর্থাৎ বাইবেল এবং কুরআন করীমে উভয়ের বর্ণনাতেই বনী ইস্রায়েলের সংগে হযরত ঈসা (আঃ)-এর যোগ-সূত্র ও কার্য-পরিধি নিরূপিত হওয়ার উল্লেখ রয়েছে—যদিও বাইবেলের বর্ণনায় এই মর্মে একটি অতিরিক্ত কথা যোগ করা হয়েছে যে, তিনি সর্বোচ্চের পুত্র এবং খোদার পুত্র বলে অভিহিত হবেন। পবিত্র কুরআনে এরূপ কোন কথার উল্লেখ নাই। অবশ্য এটা বাহ্যিক পার্থক্য বিশেষ এবং মর্মার্থ পরে উল্লেখ করা হবে।

যদিও একথা ঠিক যে যীশুর জন্মের ব্যাপারটি অস্বাভাবিক এবং ঐশী নিদর্শন স্বরূপ ছিল তবুও তাঁর জন্ম পদ্ধতিটাকে অতিপ্রাকৃতিক বলা যায় না। এটাকে ব্যতিক্রমধর্মী

ঘটনা বলা যেতে পারে। আজকাল প্রসিদ্ধ গাইনোকোলজিষ্ট বা স্ত্রীরোগবিজ্ঞানীগণ তাঁদের অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের আলোকে এই অভিমত পোষণ করেন যে পিতার মাধ্যম ছাড়াই সন্তানের জন্ম হওয়া সম্ভব এবং সাম্প্রতিক কালেও এরূপ ঘটনা বাস্তবক্ষেত্রে সংঘটিত হয়েছে বলে রিপোর্ট পাওয়া গিয়াছে।

এখন প্রশ্ন হলো বিনা পিতায় যীশুর জন্ম লাভের মূলে কোন বিশেষ কারণ নিহিত আছে কি? বনী ইস্রায়েল ছিলো খোদাতায়ালার মনোনীত জাতি। তাই খোদা তাদেক আশ্বাস দিয়েছিলেন যে যদি তারা তাঁর অনুগত থাকে এবং তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে তাহালে খোদা তাদেক সকল জাতির উপর প্রাধান্য দান করবেন, তারা একটি ধর্ম-রাজত্বের অধিকারী হবে এবং একটি মহান জাতিতে পরিণত হবে। Exodus 19:4-5

এই বিষয়টি কুরআন করীমে আল্লাহ্‌তায়ালা বলেছেন: "ইস্রায়েলের বংশধরগণ, আমার অনুগ্রহের কথা স্মরণ করো যা আমি তোমাদের দান করিয়াছি এবং সমকালীন মানব গোষ্ঠীর উপরে তোমাদের প্রাধান্য দান করেছি।" (সুরা বাকারাঃ ৪৮)।

কুরআন করীমে পুনরায় আল্লাহ্‌তায়ালা বলেছেন: "ইস্রায়েলের বংশধরগণ, আমার সেই অনুগ্রহের কথা স্মরণ করো যা আমি তোমাদের উপর বর্ষণ করেছিলাম এবং সেই প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করো যা তোমরা আমার সঙ্গে করেছিলে—তাহ'লে আমি তোমাদের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম তা পূর্ণ করবো এবং কেবল মাত্র আমাকেই ভয় করো।" (সুরা বাকারা: ৪১)

কিন্তু যে মুহূর্তে হযরত মুসা (আঃ) বনী ইস্রায়েলের কাছ থেকে কিছু সময়ের জন্য বিদায় নিয়ে চলে গেলেন, সেই মুহূর্তেই তারা গো-বৎসের উপাসনায় লিপ্ত হলো। ইস্রায়েল জাতির পথভ্রষ্টতার অনেক বিপদময় চিত্র বাইবেলে উপস্থাপিত হয়েছে। এই সকলের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো খোদাতায়ালার সঙ্গে তাদের পুনঃপুনঃ প্রতিশ্রুতি লঙ্ঘন এবং খোদার রহমত বা করুনাধারা হতে বার বার বঞ্চিত হওয়া ইতিবৃত্ত। প্রত্যেক বারেই খোদা তাদেক ক্ষমা করেছেন এবং সংপথে অবিচল থাকার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন এবং ঐশী-লব্ধ প্রাচুর্য্যের জন্য কৃতজ্ঞ থাকার উপদেশ দিয়েছেন। হযরত মুসা (আঃ) স্বয়ং তাদের উদ্দেশ্যে বলেছেন: "স্মরণ করো আল্লাহ্‌র অনুগ্রহরাজির কথা যখন তিনি তোমাদেক সেই সকল লোকের কবল থেকে রক্ষা করলেন যারা তোমাদের উপর ভয়ঙ্কর অত্যাচার চালিয়েছিল; তোমাদের পুত্র সন্তানদের হত্যা করেছিল এবং কন্যা-সন্তানদের জীবিত রেখেছিল, এবং এই মহা বিপদ ছিল তোমাদের রবের তরফ থেকে একটি অগ্নি পরীক্ষা। আরো স্মরণ করো সেইদিনের কথা যখন তোমাদের রব ঘোষণা করেছিলেন: যদি তোমরা আমার নেয়ামত সমূহ কল্যাণমূলক পথে সদ্ব্যবহার করো তাহ'লে সেগুলি আমি তোমাদের জন্য বহুগুণে বর্ধিত করে দিবো, কিন্তু যদি তোমরা সেগুলির অসদ্ব্যবহার করো তাহ'লে মনে রেখো, আমার শাস্তি অত্যন্ত কঠোর।" (সুরা ইব্রাহিম: ৭-৮)

(৯-এর পাতায় দেখুন)

আহমদীয়াত তথা প্রকৃত ইসলামের সত্যতার অম্লান ও ক্রমবর্ধমান উজ্জ্বল নিদর্শন :

আন্তর্জাতিক জামাত আহমদীয়ার ৮৯তম কেন্দ্রীয় বার্ষিক জলসা

জামাতের কেন্দ্র 'রাবওয়া'য় অসাধারণ সাফল্যের সহিত অনুষ্ঠিত :

ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশ হইতে দুই লক্ষেরও উর্ধে আহমদী জনতার সমাবেশ :

তিন দিন ব্যাপী গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলীর উপর জামাতের উলেমার সারগর্ভ বক্তৃতা ব্যতীত হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)এর উদ্বোধনী এবং দ্বিতীয় তৃতীয় দিবসের ঈমান উদ্দীপক ও জ্ঞানগর্ভ ভাষণসমূহ :

ইসলামের অখণ্ড ভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দ, নিরঙ্কুশ এতায়াত, নির্বিঘ্ন শৃঙ্খলা, প্রাণঢালা নিঃস্বার্থ খেদমত, সকরুণ দোওয়া, সার্বক্ষণিক যিকরে-এলাহী ও ইবাদত-বন্দেগী এবং ইসলামের বিশ্বব্যাপী প্রাধান্য বিস্তার কল্পে অদম্য উদ্দীপনার ঈমানবর্ধক দৃষ্টান্ত ও অনুপম দৃশ্যাবলীর অপূর্ব নিদর্শন।

প্রতি বৎসরের ন্যায় এবারও জামাতে আহমদীয়ার ৮৯তম সালানা জলসা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে জামাতের বিশ্ব-কেন্দ্র পবিত্র দারুল-হিজরত রাবওয়ায় ২৬, ২৭ ও ২৮শে ডিসেম্বর ১৯৮১ইং আল্লাহ্‌তায়ালার অসাধারন রহমত ও কুদরত এবং ফজল ও করমের অগণিত নিদর্শনাবলীর মধ্য দিয়া অধিকতর সর্বাঙ্গ সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। আল-হামদুলিল্লাহ। উল্লেখ্য যে, আজ হইতে ৮৯ বৎসর পূর্বে জামাত আহমদীয়ার পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ মওউদ মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) দীনে-ইসলামের পুনঃজাগরণ ও পবিত্র কলেমাকে গৌরবান্বিত করার মহান উদ্দেশ্যে আল্লাহ্‌তায়ালা প্রদত্ত অসাধারণ সুসংবাদ ও ওয়াদা অনুযায়ী ঐশী নির্দেশক্রমে এই মহতি বার্ষিক জলসার প্রবর্তন করিয়াছিলেন। এবং সেই হইতে প্রতি বৎসর উক্ত তারিখগুলিতে এই পবিত্র জলসা অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। যুগ যুগব্যাপী ক্রমাগত অনুষ্ঠিতব্য এই সর্বমুখী কল্যাণবহ জলসার সম্বন্ধে যুগ-ঈমাম হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) ঘোষণা করিয়াছিলেন : "ইহার ভিত্তিপ্রস্তর আল্লাহ্‌তায়ালা নিজ হস্তে রাখিয়াছেন এবং ইহার জন্য জাতি সমূহকে প্রস্তুত করিয়াছেন যাহারা অচিরেই আসিয়া ইহাতে যোগদান করিবে, কেননা ইহা সেই সর্বশক্তিমানের কার্য, যাঁহার সম্মুখে কোন কিছুই অসম্ভব নহে।" সুতরাং এবারের জলসায় প্রতিবারের ন্যায় আল্লাহ্‌তায়ালার ফজলে পাকিস্তানের শহর-নগর-গ্রাম-গঞ্জ ও প্রত্যন্ত অঞ্চল ব্যতীত ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা এবং

এশিয়ার প্রায় ৬০টি দেশের ২ শতাধিক পুরুষ ও মহিলা সমন্বয়ে প্রতিনিধিদল সহ দুই লক্ষাধিক আহমদী আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা যোগদান করেন। আহমদীয়া জামাত ভুক্ত নহেন এরূপ কয়েক সহস্র লোকও তিনদিন ব্যাপী জলসায় শামিল হন। ভারত ও বাংলাদেশ হইতেও উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় পুরুষ ও মহিলা অংশ গ্রহণ করেন। আল-হামদুলিল্লাহ। গত বৎসরের তুলনায় অধিকতর উন্নত মানের ব্যবস্থাপনার অধীন প্রায় ২৫ হাজার অধিক লোকের সমাগমে এবারের জলসা অনুষ্ঠিত হয়। এবং অতি মনোরম নিয়ম-শৃঙ্খলা, ইসলামী ভ্রাতৃত্ব ও সোহার্দ, পারস্পরিক সহানুভূতি, নিঃস্বার্থ সেবা-যত্ন, উদ্দীপনাময় খেদমত, আত্মবিগলিত হৃদয় নিঃসৃত দোওয়া, যিকরে-ইলাহী ও এবাদত-বন্দেগীতে উদ্ভাসিত স্বর্গীয় প্রশান্তিময় পরিবেশ সদা সেখানে বিরাজ করে। জলসার এই দিন গুলিতে রাবওয়ার পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন সুপ্রসস্ত পাকা রাস্তাগুলি, বাজার দোকান-হাট ও ঘর-বাড়ী, তথা গোটা শহরটি বিভিন্ন দেশ ও বিভিন্ন অঞ্চলের লোক সমাবেশে গমগম করিতে থাকে। শহরটির বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে বিরাট বিরাট সুসজ্জিত ও রঙীন তোরণ নির্মাণ করা হয় যে গুলির উপর লিখা ছিল : "Love for all, hatred for none." "হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর অতিথিবন্দকে আমরা সহাস্য বদনে জানাই খোশ আমদেদ" —"হিঃ পঞ্চদশ শতাব্দী মোবারক হউক—ইহা ইসলামের বিজয় শতাব্দী"—"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" প্রভৃতি। ইউরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা, ইত্যাদি দেশগুলি হইতে আগত বিভিন্ন জাতি ও বর্ণের লোকদিগকে রাবওয়ার রাস্তা-ঘাটে চলিতে ফিরিতে, জলসাগাহে উপবিষ্ট এবং বিভিন্ন মসজিদ বিশেষতঃ হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)-এর পশ্চাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায়ের উদ্দেশ্যে মসজিদে-মোবারকে সমবেত দেখিয়া প্রত্যেক আহমদীর মন আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া, হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর ৯০ বৎসর পূর্ব ঘোষিত ইলহাম—'মঁ্যা তেরী তবলীগকো দুনিয়াকে কিনারোঁ তক পোহ্‌চাউঙ্গা"-এর সত্যতার উপর জীবন্ত ঈমানে ভরিয়া উঠে এবং "আলা দীনেন ওয়াহেদেন"—ইলহামী ওয়াদা অনুযায়ী মসীহ মওউদ (আঃ) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সেলসেলা আহমদীয়ার দ্বারা সারা বিশ্ব একই দ্বীন দ্বীনে-ইসলামে দীক্ষিত ও একই কিতাব পবিত্র কুরআনের অনুসারী হইয়া একই রসুল হযরত খাতামান্নবীইন (সাঃ)-এর পতাকাতলে সমবেত হইয়া এক অখণ্ড উম্মতে পরিণত হওয়ার বিষয়টি সংশয়াতীত ও বাস্তব বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। জলসার দিনগুলিতে তাহাজ্জুদের নামাজ বাজামাত আদায়ের সময়ও মসজিদে তিল ধরিবার স্থান থাকে না।

জলসায় সমাগত হযরত মসীহ মওউদের এই দুই লক্ষাধিক মেহমানের জন্য থাকা ও খাওয়ার অতি সুবন্দোবস্ত করা হয় "আফসার জলসা সালানা" জনাব অধ্যাপক হামীদুদ্দীন সাহেবের তত্ত্বাবধানে সুবিন্যস্ত ও সুনিয়ন্ত্রিত এক বিশাল ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে। কুরআনী নির্দেশ

ان لك ا ن لا تجوع فيها و لا تعر ى ; ، ذلك لا تظمو ء فيها و لا تضحى ٥

(সুরা তাহা : ১১৯ নং আয়াত) অনুযায়ী এই বিরাট সংখ্যক মেহমানদিগকে রাবওয়ার সকল ঘর বাড়ী ও প্রতিষ্ঠান সমূহের বিল্ডিংগুলি এবং অসংখ্য তাবু নিজেদের মধ্যে সংকুলান করিয়া নেয় এবং দিবারাত্রি কর্মরত ৭টি লংগর-খানা (পাকশালা) হইতে প্রতিদিন দুই বেলা রন্ধনকৃত তাজা ও

সুস্বাদু খাবার ঠিক সময়মত প্রতিটি মেহমানের নিকট পেঁছাইয়া বিতরণ করেন রাবওয়ার ছয় হাজার আত্মোৎসর্গীত স্বেচ্ছাসেবী। তাহারা জলসার ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সকল প্রকার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতঃ মেহমানদের সুখ-সাচ্ছন্দের প্রতি সদা যত্নবান থাকেন এবং কোন রকম কষ্ট যেন কাহারও না হয় সেই দিকে সর্বক্ষণ সজাগ ও তৎপর থাকেন। পক্ষান্তরে মেহমানরাও কোন কষ্টকে কষ্ট বলিয়া মনে করে না। কাহাকেও কোন অভিযোগ-অনুযোগ করিতে দেখা যায় না। মেহমানরা প্রকৃতপক্ষেই রাবওয়াকে তাহাদের নিজেদের রুহানী গৃহ বলিয়া মনে করেন এবং সর্বক্ষণ তাহাদের মূল লক্ষ্য সেখানকার 'রুহানী খাদ্য' আহরণে সযত্নে ব্যস্ত থাকেন।

২৬, ২৭ ও ২৮শে ডিসেম্বর—এই তিনটি দিনে অনুষ্ঠিত জলসার ৬টি অধিবেশনে হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)-এর উদ্বোধনী এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনের ভাষণ ব্যতীত ১১টি গুরুত্বপূর্ণ দ্বীনি বিষয়ের উপর জামাতের উলামা ও বুজুর্গান জ্ঞানগর্ভ ও ঈমান-বর্ধক বক্তৃতা দান করেন। এবার হযরত চৌধুরী জাফরুল্লাহ খান সাহেবের বিষয়-বস্তু ছিল 'আসহাবে-আহমদ'। মৌলানা আবদুল মালেক খান সাহেব (নাজের, ইসলাহ-ও-ইরশাদ) সাহেবজাদা মির্যা তাহের আহমদ সাহেব (সদর, মজলিসে আনসারুল্লাহ) মৌঃ আবদুস সালাম সাহেব (মুরুব্বী), মৌঃ চেরাগদ্বীন সাহেব (মুরুব্বী), মৌঃ দোস্ত মোহাম্মদ সাহেব শাহেদ (আহমদীয়তের ইতিহাসবেত্তা) মৌঃ মোঃ শফী আশরাফ সাহেব (মুরুব্বী), সাহেব-জাদা মির্যা আনাস আহমদ সাহেব (নায়েব নাযের, ইসলা-ও-ইরশাদ), মৌঃ ফজল ইলাহী আনওয়ারী সাহেব (নাজের ইসলাহ-ও-ইরশাদ, তা'লীমুল কুরআন), মৌঃ নসীম সায়ফী সাহেব (উকিলুত-তালীম, তাহরীকে জদীদ) এবং জনাব মুজিবুর রহমান সাহেব (এডভোকেট) যথাক্রমে নিম্নরূপ বিষয়াবলীর উপর সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন : (১) সিফাতে 'অযিজ' (পরাক্রমশালী)—খোদাতায়ালার অস্তিত্বের প্রমাণ (২) রণক্ষেত্রে আঁ-হযরত (সাল্লাল্লাহুঃ)-এর মহান চরিত্র ও আদর্শের বিকাশ (৩) হযরত ঈসা (আঃ)-এর স্বাভাবিক মৃত্যু এবং তদসংক্রান্ত আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া (৪) "নিশ্চিত আসিয়াছেন তিনি, সকলে যাঁহার অপেক্ষমান ছিল অহোরাত্রি" (৫) কালামুল্লাহর উচ্চমর্যাদা এবং হযরত মুসলেহ মওউদ (রাঃ) (৬) খেলাফতে হক্কা-ইসলামীয়া (৭) অধুনা যুগ সম্বন্ধে কুরআনী ভবিষ্যদ্বাণী সমূহ (৮) পরকাল (৯) সীরত হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) (১০) 'আহমদী'—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর দৃষ্টিতে।

অনুষ্ঠান-সূচীতে নির্ধারিত প্রতিটি মূল বক্তৃতার পর পাঁচ-সাত মিনিটের জন্য অত্যন্ত ঈমানউদ্দীপক বক্তৃতা করেন বহির্দেশ হইতে আগত বিভিন্ন দেশের বিশিষ্ট প্রতিনিধিগণ। যেমন, তাহাদের মধ্যে একজন ছিলেন পশ্চিম জর্মানীতে নিযুক্ত ঘানার আহমদী রাষ্ট্রদূত। তাঁহারা সকলই ইংরেজী ভাষায় এবং জর্দান হইতে আগত প্রতিনিধি আরবী ভাষায় বক্তৃতা করেন। সভাপতি তাহাদের বক্তৃতার বিষয়বস্তু শ্রোতামণ্ডলিকে সংক্ষেপে শোনান। হুজুরের ভাষণ সহ প্রতিটি বক্তৃতা ইংরেজী ও ইণ্ডোনেশিয়ান ভাষায় অনুবাদ করিয়া শুনাইবার সুব্যবস্থা এবারও ছিল। এইরূপে বিদেশী শ্রোতাগণ হেড-ফোন যোগে সকল বক্তৃতা শ্রবণ করেন।

জলসার প্রতিদিন দেড় ঘন্টা বিরতিকালে হুজুর (আইঃ) জলসাগাহে আসিয়া জোহর ও আসরের নামায বাজামাত পড়ান এবং অন্য সময় হুজুর মসজিদে-মোবারকে ওয়াক্তি নামাজ পড়ান। এবার জলসার পূর্ববর্তী দিন ২৫শে ডিসেম্বর ছিল শুক্রবার। হুজুর জলসগাহে আসিয়া জুমার নামাজ পড়ান এবং অতি মা'রেফতপূর্ণ খোৎবা প্রদান করেন। জলসার অধিকাংশ মেহমান ঐ দিনই পৌছিয়া গিয়াছিলেন। জলসার পরবর্তী দুইটি জুমা আমরা সুবিশাল মসজিদে-আকসায় হুজুরের পিছনে আদায় করার সৌভাগ্য লাভ করি এবং ১৯দিন রাবওয়ায় অবস্থান কালে ওয়াক্তি নামাজ আমরা হুজুরের ইমামতিতে মসজিদে মোবারকে আদায় করিয়াছি। তবে রাবওয়ার প্রতি মহল্লায় বড় বড় মসজিদ রহিয়াছে। সেগুলি প্রত্যেক নামাজের সময় ভরপুর থাকে। রাবওয়ার বিপনী কেন্দ্র ও দোকানপাট পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ও সুসজ্জিত এবং রেস্তরাঁগুলিতে রেডিও-এর পরিবর্তে টেপ করা কুরআন-তেলাওত-নজম-গজল ও জলসার সারগর্ভ বক্তৃতা গুলি ধ্বনিত হইতে থাকে। মহল্লাগুলিতেও পথচারী ঘর-বাড়ী হইতে কেবল সেই সকল টেপের সুমধুর পবিত্র আওয়াজ শুনিতে পায়।

জলসার তিন দিনে সকাল সাড়ে ৯টা হইতে বিকাল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত নির্ধারিত বক্তৃতার অনুষ্ঠানসূচী ব্যতীত ৩টি রাত্রিকালীন অধিবেশনও অনুষ্ঠিত হয়। একটি ছিল নিজারত ইসলাহ-ও-ইরশাদের উদ্যোগে কয়েকটি জরুরী বিষয়ে উলামায়ে-সেলসেলার জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা। দ্বিতীয়টি ছিল কেন্দ্রীয় খোদ্দামুল আহমদীয়ার তাহরীকে জদীদ বিভাগের অধীনে বিশ্বের বিভিন্ন (প্রায় ষাটটি) ভাষায় সংক্ষিপ্ত বক্তৃতার চিত্তাকর্ষক অনুষ্ঠান (উহাতে বাংলা ভাষায় বক্তৃতা করেন চট্টগ্রাম জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব গোলাম আহমদ খান সাহেব) এবং তৃতীয়টি ছিল প্রশ্ন-উত্তরের হৃদয়গ্রাহী অনুষ্ঠান। শেষোক্ত অনুষ্ঠানে জলসার দুইদিন ব্যাপী বক্তৃতা শ্রবণের পর গয়ার আহমদী ভ্রাতাদের প্রশ্নাবলীর বিশদ উত্তর দান করেন মোহতারম সাহেবজাদা মির্যা তাহের আহমদ সাহেব (সাল্লামাহুল্লাহুতায়ালা)। সকল প্রশ্নের উত্তর এতই সন্তোষজনক ছিল যে শ্রোতারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে মুহুর্মুহু হর্ষধ্বনী তুলিয়া তাঁহাদের পরম সন্তোষ ও তৃপ্তি প্রকাশ করিতে থাকেন। এতদ্ব্যতীত, আহমদী ইঞ্জিনিয়ার ও আর্কিটেক্টদের জেনারেল ও এগজেকিউটিভ বডির সভা অনুষ্ঠিত হয়। তেমনিভাবে আহমদীয়া ষ্টুডেন্টস্ এসোসিয়েশন এবং আহমদী ডাক্তারদের এসোসিয়েশনের সভাও অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিদিন ফজরের নামাযের পর কুরআন ও হাদিসের বিশেষ দরস প্রদান করা হয়। শতাধিক বিবাহ পড়ান হয়।

হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) জলসার উদ্বোধনী ভাষণ এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিন দ্বিতীয় অধিবেশনদ্বয়ে প্রায় দুই দুই ঘন্টা স্থায়ী ভাষণ ব্যতীত মহিলাদের পৃথক অনুষ্ঠিত জলসায়ও বক্তৃতা প্রদান করেন। মহিলাদের বাপর্দা জলসাগাহ পুরুষদের জলসাগাহ হইতে প্রায় এক মাইল দূরে সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার অফিস ভবনের সংলগ্ন মাঠে করা হইয়াছিল এবং পুরুষদের মধ্যে প্রদত্ত হুজুরের প্রতিটি বক্তৃতা এবং অন্যান্যদের কোন কোন বক্তৃতা 'সরাসরি রিলে' ব্যবস্থার মাধ্যমে মহিলারা তাহাদের জলসাগাহে বসিয়া শ্রবন করেন। এতদ্ব্যতীত' তাহাদের জলসার নিজস্ব বক্তৃতাদির প্রোগ্রাম ছিল। জলসাগাহে তাহাদের সংখ্যা ছিল ৭২ হাজারেরও উর্ধে।

সালানা জলসার অন্যতম মূল্যবান তোহফা হইল হুজুর আকদাস (আইঃ)-এর মুলকাত (সাক্ষাৎকার) লাভ করা। এবৎসরও যথারীতি ভোরে এবং অনেক রাত্রি পর্যন্ত তাহাদের প্রিয় ইমামের দিদার ও সাক্ষাৎ লাভের উদ্দেশ্যে সমগ্র উপস্থিত আহমদী পুরুষ তাহাদের ছেলেদের সহ সুশৃঙ্খলভাবে লাইনে দাঁড়াইয়া হুজুরের সহিত করমর্দন ও সংক্ষিপ্ত আলাপে ধন্য হইয়া নিজেদের রুহানী তৃপ্তি নিবারণ করিয়াছেন। তেমনিভাবে অন্য সময়ে অন্দর-মহলে মহিলারাও পর্দার ব্যবস্থার মধ্য দিয়া হুজুরের সাক্ষাৎ লাভ করেন। আমাদের প্রিয় ইমাম বার্ধক্য ও অসুস্থতা সত্বেও মহা দায়িত্ব ও কর্মব্যস্ততার অপরিসীম ও অসহনীয় গুরুভার আল্লাহ্‌তায়ালার বিশেষ ফজল ও শক্তিদানে স্বাভাবিক ভাবেই সহাস্য বদনে বহণ করেন। আল্লাহ্ তাঁহার হাফেজ ও নাসের। হে সর্বশক্তিমান দয়ালু আল্লাহ্! তুমি তোমার খলিফাকে তোমার শক্তিশালী হেফাজতে সুস্থ রাখ ও দীর্ঘজীবি কর এবং ইসলামের প্রাধান্য বিস্তারে তাঁহার সকল পরিকল্পনা ও প্রচেষ্টায় বিশেষ রহমত ও বরকত দানে যথাসত্বর সাফল্যমণ্ডিত কর। আমীন।

উল্লেখযোগ্য যে, এই সালানা জলসার সমগ্র কার্যক্রমকে মুভি ফিল্মের ভিডিও কেসেটে সংরক্ষিত করা হইয়াছে।

'ওয়া আখেরো দা'ওয়ানা আনেল হামদুলিল্লাহে রাব্বিল আলামীন।'

বিনীত—**আহমদ সাদেক মাহমুদ**, সদর মুরুব্বী

তারুয়া জামাতের ৪৭তম বার্ষিক জলসা

৬ এবং ৭ই ফেব্রুয়ারী রোজ শনি ও রবিবার তারুয়া আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ৪৭তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হবে। এতে যোগদানের জন্যে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকলকে দাওয়াত দেওয়া হচ্ছে।

খাওয়া থাকার ব্যবস্থাদি জলসা কমিটি করবেন। বিছানাপত্র সাথে নিতে হবে। বহিরাগত মহিলাদের জন্য কোন ব্যবস্থা করা হয়নি।

খাকসার—

ডাঃ আহমদ আলী

চেয়ারম্যান, জলসা কমিটি, তারুয়া

(ব্রাহ্মণবাড়ীয়া), জিলা কুমিল্লা

দোওয়ার আবেদন

জনাব মৌঃ নাজাতুল্লাহ প্রধান সাহেব মুয়াল্লেম ওয়াক্‌ফেজদীদ তাহার পুত্র রফীক আহমদ ও নাতী আঃ কাইউমের এস. এস, সি, পরীক্ষায় উত্তম কামিয়াবীর জন্য সকল ভাই বোনদের নিকট দোয়ার প্রার্থী।

ঈদ মিলাদুন্নাবী (সাঃ)

বিভিন্ন জামাতে উদ্‌যাপিত

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, খুলনা (শহর), নারায়ণগঞ্জ কুমিল্লা (শহর) ও কটিয়াদি (ময়মনসিংহ) জামাত সমূহ প্রেরিত প্রতিবেদনে প্রকাশ যে, উক্ত জামাত সমূহে ঈদমিলাদুন্নবী (সাঃ) উপলক্ষে সভা অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনা ও সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। এতদ্ব্যতীত, আরও অন্যান্য জামাতেও উক্ত পবিত্র দিবস যথামর্যদার সহিত পালন করা হয়েছে বলে খবর পাওয়া গিয়েছে। সময় ও পত্রিকায় সংকুলানের অভাবে প্রেরিত প্রতিবেদ সমূহ আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে। ঢাকায় কেন্দ্রীয় মসজিদ ব্যতীত বিভিন্ন হালকায়ও সীরাতুন্নবী (সাঃ) সভা অনুষ্ঠিত হয়, সেগুলির প্রত্যেকটিতে সভাপতিত্ব করেন ঢাকা জামাতের আমীর জনাব মকবুল আহমদ খান সাহেব।

(আহমদী রিপোর্ট)

রংপুর-দিনাজপুর মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার প্রথম বার্ষিক ইজতেমা

আল্লাহ্‌তায়ালার অশেষ অনুগ্রহ এবং তাঁর খাস রহমতে গত ২৩শে জানুয়ারী ১৯৮২ রোজ শনিবার রংপুর ও দিনাজপুর মজলিস সমূহের প্রথম বার্ষিক ইজতেমা দিনাজপুর জেলার ভাতগাঁও-এ অত্যন্ত সাফল্যের সহিত অনুষ্ঠিত হয়েছে। আল-হামদুলিল্লাহ।

এতে ১৩টি মজলিস সমূহের প্রায় ১০০ জন খোদ্দাম ও আতফাল অংশ গ্রহণ করেন। তাছাড়া পার্শ্ববর্তী জামাত সমূহ এবং ভাতগাঁও জামাতের আনসারুল্লাগণও অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে সহযোগিতা করেন। কেন্দ্র হতে মোহতারম ন্যাশনাল কায়েদ সাহেব সাহেব সহ ৩ জন কর্মকর্তা ইজতেমায় যোগদান করে মূল্যবান নসিহত মূলক বক্তৃতা প্রদান করেন। ইজতেমার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হল লাজনা এমাউল্লার উপস্থিতি এবং তাদের আগ্রহের সহিত বিভিন্ন বক্তার বক্তৃতা শ্রবন।

২৩শে জানুয়ারী বাজাবাত তাহাজ্জুদ নামাজের মাধ্যমে ইজতেমার কর্মসূচী শুরু হয়। বাজামাত ফজরের নামাযের পর পবিত্র কোরআনের দরস দেন সদর মুরুব্বী মৌলানা ফারুক ফারুক আহমদ (শাহেদ) সাহেব। নাস্তার বিরতির পর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পবিত্র তেলওয়াতে কোরআন-এর পর আহাদনামা ও উদ্বোধনী ভাষণ দান করেন মোহতারম ন্যাশনাল কায়েদ জনাব হাবিবুল্লাহ সাহেব। এরপর দোয়া পরিচালনা করেন মৌলানা ফারুক আহমদ সাহেব। উদ্বোধনী ভাষণে ন্যাশনাল কায়েদ সাহেব তত্বমূলক জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য রাখেন। অতঃপর প্রতিযোগিতামূলক বিষয়গুলি শুরু হয়। এগুলির মধ্যে ছিল তেলওয়াতে কুরআন পাক, নজম পাঠ, আজান এবং বক্তৃতা প্রতিযোগিতা। বহু সংখ্যক খোদ্দাম ও আতফাল প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন এবং শ্রোতাগণ বিষয়গুলি উপভোগ করেন। সন্ধ্যার পর সমাপ্তি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। পরে রাত ১২টা পর্যন্ত সাংগঠনিক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

—অধ্যাপক রাজিবউদ্দিন আহমদ
বিভাগীয় কায়েদ, মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া
রাজশাহী বিভাগ

মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া, বাংলাদেশ

মজলিসে আমেলা ১৯৮১-৮২

মোহতারম জনাব সদর সাহেব মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া মরকাজিয়া-এর সদয় অনুমোদনক্রমে মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশ-এর ১৯৮১-৮২ সালের মজলিসে আমেলা (কার্যকরী কমিটি) বাংলাদেশের সকল স্থানীয় মজলিস এবং খোদ্দাম ও আতফালের অবগতির জন্য উল্লেখ করা হ'লো :—

১।	নায়েব ন্যাশনাল কায়েদ ও নাযেম তালীম	:	জনাব নাজমুল হক
২।	মোতামাদ (সাধারন সম্পাদক)	:	,, মোহাম্মদ আবদুল জলিল
৩।	নাযেম মাল (অর্থ সম্পাদক)	:	,, মোহাম্মদ শাহাবউদ্দিন
৪।	নাযেম তরবিয়ত	:	,, আমিরুল হক
৫।	নাযেম ইসলাহ-ও-এরশাদ	:	,, তাসাদ্দক হোসেন
৬।	নাযেম তাজনীদ (তথ্য ও জরীপ)	:	,, বুরহানুল হক
৭।	নাযেম ইশায়াত (প্রকাশনা)	:	,, আবদুল্লাহ আল-ইউসুফ মোহাম্মদ
৮।	নাযেম ওয়াকারে আমল (শ্রম)	:	,, নিজামুল হক
৯।	নাযেম খেদমতে খালক (সৃষ্টির সেবা)	:	,, শাহ বাহাউদ্দিন শিবলী
১০।	নাযেম আতফাল (কিশোর সম্পাদক)	:	,, খন্দকার বেনজীর আহমদ
১১।	নাযেম সেহতে জিসমানী (স্বাস্থ্য)	:	,, কাউসার আহমদ
১২।	নাযেম উমুনী (সাধারণ)	:	,, আহমদ এনামুল কবির
১৩।	নাযেম সানয়াত-ও-তেজারত (শিল্প ও বাণিজ্য)	:	,, অধ্যাপক আবদুল জব্বার
১৪।	নাযেম উমুরে তোলাবা (ছাত্র)	:	,, আহমদ তবশীর চৌধুরী
১৫।	নাযেম তাহরিকে জদীদ (বহির্বিশ্বে ইসলাম প্রচার)	:	,, আজহার উদ্দিন খন্দকার
১৬।	মুহাসিব (হিসাব নিরীক্ষক)	:	,, ফজলুর রহমান

বিভাগীয় কায়েদ

১।	ঢাকা বিভাগীয় কায়েদ	:	,, তাসাদ্দক হোসেন (ঢাকা)
২।	চট্টগ্রাম বিভাগীয় কায়েদ	:	,, নজির আহমদ (চট্টগ্রাম)
৩।	রাজশাহী বিভাগীয় কায়েদ	:	,, অধ্যাপক রজিবউদ্দিন আহমদ (বগুড়া)
৪।	খুলনা বিভাগীয় কায়েদ	:	,, আবদুল আজিজ (খুলনা)

জেলা কায়েদ ঃ

১।	ঢাকা-ফরিদপুর	:	,, আবুল খায়ের (নারায়ণগঞ্জ)
২।	চট্রগ্রাম, নোয়াখালী, পর্বত্য চট্টগ্রাম, বান্দরবন	:	,, নঈম তফভীজ (চট্রগ্রাম)
৩।	কুমিল্লা ও সিলেট	:	,, মোঃ আবদুল হাদী (ব্রাহ্মণবাড়ীয়া)
৪।	ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল ও জামালপুর	:	,, কে, এম, মাহমুদুল হাসান (ময়মনসিংহ)
৫।	রাজশাহী ও বগুড়া	:	,, আক্কেল আলী (নিউ সোনাতলা, বগুড়া)
৬।	দিনাজপুর ও রংপুর	:	,, আবদুর রব (রংপুর)
৭।	কুষ্টিয়া ও পাবনা	:	, মজিবুর রহমান (নাসেরাবাদ)
৮।	খুলনা ও যশোহর	:	,, আবদুস সাদেক (সুন্দর বন)
৯।	বরিশাল ও পটুয়াখালী	:	,, খন্দকার বারী (খোকন পটুয়াখালী)

—মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ, ন্যাশনাল কায়েদ

আহ্‌মদীয়া জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা

হযরত ইমাম মাহদী মসীহ মওউদ (আঃ) কর্তৃক প্রবর্তিত

বয়াত (দীক্ষা) গ্রহণের দশ শর্ত

বয়াত গ্রহণকারী সর্বান্তকরণে অঙ্গীকার করিবে যে,—

(১) এখন হইতে ভবিষ্যতে কবরে যাওয়া পর্যন্ত শির্‌ক (খোদাতায়ালার অংশীবাদীতা) হইতে পবিত্র থাকিবে।

(২) মিথ্যা পরদার গমন, কামলোলুপ দৃষ্টি, প্রত্যেক পাপ ও অবাধ্যতা, জুলুম ও খেয়ানত, অশান্তি ও বিদ্রোহের সকল পথ হইতে দূরে থাকিবে। প্রবৃত্তির উত্তেজনা যত প্রবলই হউক না কেন তাহার শিকারে পরিণত হইবে না।

(৩) বিনা ব্যতিক্রমে খোদা ও রসুলের হুকুম অনুযায়ী পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়িবে; সাধ্যানুসারে তাহাজ্জুদের নামায পড়িবে, রসুলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি দরূদ পড়িবে, প্রত্যেহ নিজের পাপ সমূহের ক্ষমার জন্য আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট প্রার্থনা করিবে ও এস্তেগফার পড়িবে এবং ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে, তাঁহার অপার অনুগ্রহ স্মরণ করিয়া তাঁহার হাম্‌দ ও তারিফ (প্রশংসা) করিবে।

(৪) উত্তেজনার বশে অন্যায়রূপে, কথায়, কাজে বা অন্য কোন উপায়ে আল্লাহ্‌র সৃষ্ট কোন জীবকে, বিশেষতঃ কোন মুসলমানকে কোন প্রকার কষ্ট দিবে না।

(৫) সুখে-দুঃখে, কষ্টে-শান্তিতে, সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থায় খোদাতায়ালার সহিত বিশ্বস্ততা রক্ষা করিবে। সকল অবস্থায় তাঁহার সাথে সন্তুষ্ট থাকিবে। তাঁহার পথে প্রত্যেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও দুঃখ-কষ্ট বরণ করিয়া লইতে প্রস্তুত থাকিবে, এবং সকল অবস্থায় তাঁহার ফয়সালা মানিয়া লইবে। কোন বিপদ উপস্থিত হইলে পশ্চাদপদ হইবে না, বরং সম্মুখে অগ্রসর হইবে।

(৬) সামাজিক কদাচার পরিহার করিবে। কুপ্রবৃত্তির অধীন হইবে না। কুরআনের অনুশাসন ষোলআনা শিরোধার্য করিবে, এবং প্রত্যেক কাজে আল্লাহ ও রসুলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের আদেশকে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে অনুসরণ করিয়া চলিবে।

(৭) ঈর্ষা ও গর্ব সর্বোতভাবে পরিহার করিবে। দীনতা, বিনয়, শিষ্টাচার ও গাম্ভীর্যের সহিত জীবন-যাপন করিবে।

(৮) ধর্ম ও ধর্মের সম্মান করাকে এবং ইসলামের প্রতি আন্তরিকতাকে নিজ ধন-প্রাণ, মান-সম্ভ্রম, সন্তান-সন্ততি ও সকল প্রিয়জন হইতে প্রিয়তর জ্ঞান করিবে।

(৯) আল্লাহ্‌তায়ালার প্রীতি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁহার সৃষ্ট-জীবের সেবায় যত্নবান থাকিবে, এবং খোদার দেওয়া নিজ শক্তি ও সম্পদ যথাসাধ্য মানব কল্যাণে নিয়োজিত করিবে।

(১০) আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ধর্মানুমোদিত সকল আদেশ পালন করিবার প্রতিজ্ঞায় এই অধমের (অর্থাৎ হযরত মসীহ মাওউদ আলাইহিস্ সালামের) সহিত যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হইল, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাহাতে অটল থাকিবে। এই ভ্রাতৃত্ব বন্ধন এত বেশী গভীর ও ঘনিষ্ট হইবে যে, দুনিয়ার কোন প্রকার আত্মীয় সম্পর্কের মধ্যে উহার তুলনা পাওয়া যাইবে না। (এশতেহার তকমীলে তবলগী, ১২ই জানুয়ারী, ১৮৮৯ইং)

আহমদীয়া জামাতের ধর্ম-বিশ্বাস

আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম মাহ্দী মসীহ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ামুস সুলেহ" পুস্তকে বলিতেছেন ঃ

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সাইয়েদেনা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফ আল্লাহতায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্মকে পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অর্থাৎ সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্লে সুন্নত জামাতের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

"আলা ইন্না ল'নাতল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারীন"

অর্থাৎ, "সাবধান, নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহর অভিশাপ।"

(আইয়ামুস সুলেহ, পৃঃ ৮৬-৮৭)

Published & Printed by Md. F. K. Molla at Ahmadiyya Art Press
for the propprietors, Bangladesh Anjuman-E-Ahmadiyya.
4, Bakshibazar Road, Dacca-1.
Phone No. 283635
Editor : *A. H. Muhammod Ali Anwar*